সংবাদ

তারিখ 16 JAN ৯৩
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

চট্টগ্রাম দ. জেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটিতে অছাত্র, ব্যবসায়ী ও বিবাহিতদের জয়জয়কার

নাসির উদ্দিন ভোতা, চট্টগ্রাম ব্যুরোঃ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের নয়া ঘোষিত আহবায়ক কমিটিতে বিবাহিত, অছাত্র ও ব্যবসায়ীর জয়জয়কার। এক দশক পর নয়া কমিটিতে ত্যাগী নেতা-কর্মীদের স্থান না হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ। এ নিয়ে ছাত্রলীগের গ্রুপিং কোন্দল চরমে উঠেছে। ইতোপূর্বে '৯৩ সালে কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হাতে প্রাণ হারায় মেধাবী ছাত্রলীগ নেতা মোঃ মোরশেদ। অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা করছেন অনেক দলীয় নেতা-কর্মী।

দলীয় সূত্র জানায়, প্রায় একদশক পর গত সপ্তাহে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে একজনকে আহবায়ক ও ৬ জনকে যুগ্ম আহবায়ক করা হয়। আহবায়ক করা হয়েছে মোঃ ফারুক নামে একজন মাছ ব্যবসায়ীকে। তিনি '৮২ সালে এস. এস. সি পাস করেন। মাছ ব্যবসার পাশাপাশি তিনি জীবন বীমা কর্পোরেশনের মাঠকর্মী ও জায়গা-জমির ব্রোকারি করেন। যুগ্ম আহবায়ক বিজয় কুমার বড়ুয়া এস. এস. সিও পাস করতে পারেননি।

কমিটিতে ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

কমিটিতে ঃ ছাত্রলীগের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে গার্মেন্টস জুট ব্যবসায়ী কুতুবউদ্দিন আল আজাদ বিবাহিত এবং একজন ওষুধ ব্যবসায়ী নগরীর হালিশহরে তার ওষুধের দোকান। মোঃ কলিমের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। তিনি আরামিট গ্রুপের সেবার সাপ্লাইয়ার। অন্য যুগ্ম আহবায়ক নইমুল হক পারভেজ অতীত কোনদিন ছাত্রলীগের প্রাথমিক সদস্যপদও লাভ করেনি। বর্তমানে তিনি নগরীর লালদিঘি পাড়ে 'সেইফকম' নামে একটি ফোন-ফ্যাক্সের দোকান পরিচালনা করছেন। আলমগীর খালেদ প্রকাশ ফেলি আলমগীর একজন ব্যবসায়ী। নগরীর রেয়াজউদ্দিন-বাজার ও বিপণি বিতানে ফেলি স্টোর তার দোকানের নাম। এই আহবায়ক কমিটির সবাই আবার বিবাহিত।

দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক এবং বর্তমান কয়েক জনার নেতার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলে তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক'জন নেতা বলেন, বাঁশখালীর এক ব্যবসায়ী প্লাস আ'লীগ নেতার এটি পকেট কমিটি। ওই ব্যবসায়ী নেতা ঢাকায় অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রভাবিত করে এ কমিটি করেছে। জেলা আ'লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এ ব্যাপারে কিছু জানেন না বলে জানান।

উল্লেখ্য, '৯৩ সালে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের চাপিয়ে দেয়া পকেট কমিটি নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্বে বাঁশখালী কলেজের মেধাবী ছাত্র ছাত্রলীগ নেতা মোঃ মোরশেদ প্রতিপক্ষের হাতে প্রাণ হারায়। অনেক নেতা-কর্মী এ কমিটি বাতিল করে নিয়মিত ছাত্র দিয়ে নয়া কমিটি না করলে অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা করছেন।